# বিশেষ সাক্ষাৎকারে এলডিপি প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরী

## আমার দলেও যদি দুর্নীতিবাজ থাকে, তাহলে অবশ্যই তাকে গ্রেফতার করা উচিত

জুলফিকার রাসেল

এলডিপি প্রেসিডেন্ট সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, আমার দলেও যদি কোনও দুর্নীতিবাজ থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে গ্রেফতার করা উচিত। ইতিমধ্যে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে প্রমাণিত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। '৯১ সাল থেকে যারা দুর্নীতি করেছে তাদের সবাইকেই বিচারের আওতায় আনা উচিত। কেননা একমাত্র সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকেই আমরা দুর্নীতির দায়ে শাস্তিভোগ করতে দেখেছি।

আজকের কাগজ'র সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারে বি. চৌধুরী এ কথা বলেন। সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

**আজকের কাগজ:** বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলোকে কীভাবে দেখছেন?

**বি. চৌধুরী:** আমি মনে করি তারা সঠিক লাইনেই আছে। তবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাদের দেখাতে হবে। সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ সবাইকেই গ্রেফতার করতে হবে। বিশেষ করে রাঘব বোয়ালদের। ইতিমধ্যে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। '৯১ সাল থেকে যারা দুর্নীতি করেছে তাদের সবাইকেই বিচারের আওতায় আনা উচিত। কেননা একমাত্র সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকেই আমরা দুর্নীতির দায়ে শাস্তিভোগ করতে দেখেছি। যারা হাজার হাজার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, যারা জনগণকে ঠকিয়ে টাকা রোজগার করেছে- তাদেরকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন নয়। এরকম যদি মাত্র ৫০ জনকে দ্রুত বিচার আইনে শাস্তির আওতায় আনা যায়- তাহলে তিন.চার মাসের মধ্যে দেশের চেহারা পাল্টে যাবে।

**আজকের কাগজ:** বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় তিন.চার মাসের মধ্যে দুর্নীতিবাজদের বিচারকার্য শেষ করা কি সম্ভব?

**বি. চৌধুরী:** অবশ্যই যায়। (হেসে) ড. কামালের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে চার্জশিট দিতে তো দু' সপ্তাও লাগেনি!

**আজকের কাগজ:** আপনার দলে যদি কোনও দুর্নীতিবাজ থাকে?

**বি. চৌধুরী:** আমার দলেও যদি কোনও দুর্নীতিবাজ থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের গ্রেফতার করা উচিত।

**আজকের কাগজ:** আপনার কী মনে হয়- ক'জন আছে?

**বি. চৌধুরী:** আমি তো সেরকম কাউকে দেখি না। তবে একসঙ্গে দু' হাজার, পাঁচ হাজার নেতা.কর্মী কখনও কখনও আমাদের দলে যোগ দিয়েছে। তাদের সবার সম্পর্কে আমার জানা নেই। কারও

বিরুদ্ধে যদি সুস্পষ্ট অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের গ্রেফতার করা উচিত বলে আমি মনে করি। যারা দুর্নীতিবাজ, যে দলেই থাকুক তারা দুর্নীতিবাজই। কিন্তু যারা নিরপরাধ তারা যেন নিগৃহীত না হন- তাও দেখতে হবে।

**আজকের কাগজ:** শুরু করেছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ নিয়ে।

**বি. চৌধুরী:** ও হ্যাঁ। আমি মনে করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আরও কয়েকটি ভালো পদক্ষেপ নিয়েছে। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, নির্বাচন কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন নিয়ে তাদের পদক্ষেপগুলো জাতি সাধুবাদ জানিয়েছে। এখন আশা করবো ভোটার লিস্টটাও ঠিকভাবে হবে।

**আজকের কাগজ:** আপনি ভোটার লিস্ট বললেন, আইডি কার্ড কিন্তু নয়...

**বি. চৌধুরী:** না না। আমি সবসময়ই ভোটার আইডি কার্ডের কথা বলে এসেছি। কিন্তু এটাও স্বীকার করি আইডি কার্ড করতে সময় লাগবে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে- ছবিসহ ভোটার লিস্ট। কার্ড থাকবে না, কিন্তু আইডেন্টিটি থাকবে। ভোটার লিস্টে স্ট্যাম্প সাইজের ছবি থাকবে। ফলে ভুয়া ভোটার বানানোর সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। এবারের জন্য এটা একটা সাময়িক সমাধান হতে পারে। কেননা ইতিমধ্যে অনেক সময় চলে গেছে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত থাকবে- যারা সরকার গঠন করবে তারা অবশ্যই ন্যাশনাল আইডি কার্ড তৈরি করবে। এসব কাজ ছাড়াও নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, কিন্তু জনগণের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় কিছু কাজ করতে হবে। যেমন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান। এই কাজ বর্তমান সরকারের জন্য সহজ। কেননা ইতিমধ্যে চাঁদাবাজি অনেকাংশে বন্ধ হয়ে গেছে।

**আজকের কাগজ:** কিন্তু এগুলো তো স্থায়ী সমাধান না?

**বি. চৌধুরী:** বর্তমান সরকার হয়তো স্থায়ী সমাধান দিতে পারবে না। কিন্তু একটা প্রক্রিয়া তো শুরু হয়েছে। মানুষ এখন ব্যবসা.বাণিজ্যে মনোনিবেশ করার মুডে চলে এসেছে। শেয়ারবাজার দেখলেই পরিবর্তন বোঝা যায়। বোঝা যায় দেশ এবং নিজেকে গড়ে তোলার দিকে মানুষ মনোনিবেশ করেছে। আমি জানি এটা কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। কিন্তু ওয়ান্স ইউ ক্রিয়েটেড এ মুড, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। যে দেশে চরম দুর্নীতি ছিল, লুন্ঠন ছিল ব্যাপক- সেদেশেও যদি জিডিপি ৭ হতে পারে, তাহলে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ ও শান্তি যদি বিরাজ করে তাহলে ১০.এ উঠতে এক বছরের বেশি সময় লাগবে না।

**আজকের কাগজ:** অনেকেই বলছেন, আগামী মার্চ.এপ্রিলে বিদ্যুৎ সংকট যখন প্রকট আকার ধারণ করবে তখন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি জনগণের সাপোর্ট কমতে শুরু করবে। আপনিও কি একমত?

**বি. চৌধুরী:** আমিও সে প্রসঙ্গে আসছিলাম। বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এর সমাধান দু'রকম হতে পারে। স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি। আমি মনে করি, প্রয়োজনে আশেপাশের দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করে হলেও যতদ্রুত সম্ভব সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। রাশিয়ার গ্যাস যদি ইউরোপে যেতে পারে- তাহলে আমরা কেন পারবো না?

**আজকের কাগজ:** কিন্তু এটা কি খুব কঠিন কাজ নয়?

**বি. চৌধুরী:** হ্যাঁ, কঠিন কাজ তো বটেই। এই কঠিন কাজই বাস্তবে রূপ দিতে হবে। আমি আরেকটা দিক তুলে ধরতে চাই। এই যে হুট করে হকার তুলে দেওয়া হলো- এটাতে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়নি। তারা যদি পুনর্বাসন করে ওঠাতো তাহলে ঠিক হতো। আমি মনে করি, শহরের বিভিন্ন স্থানে সপ্তায় কমপক্ষে পাঁচদিন হকারদের ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ দেওয়া উচিত। তবে এটা খুব কঠিন কাজ নয়। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান অনেক কঠিন কাজ। তারপরও এ সরকার যেসব কাজ করছে তার মধ্যে মানুষের আশা.আকাংক্ষার সম্পৃক্ততা আছে।

**আজকের কাগজ:** নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এ সরকারকে কতদিন সময় দেওয়া যেতে পারে?

**বি. চৌধুরী:** আমাদের সময় দিতে হবে না। তারা নিজেদের গরজেই সময়মতো করবে। না হলে তাদের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করার সম্ভাবনা বাড়বে।

**আজকের কাগজ:** কতদিন পর থেকে এ সরকারের জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করবে বলে আপনি মনে করেন?

**বি. চৌধুরী:** এ সরকারের জনপ্রিয়তা কমবে যদি তারা মূল কাজগুলো করতে ব্যর্থ হয়। তবে তারা যদি কাজগুলো করতে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় না তারা জনপ্রিয়তা হারাবে, বরং বাড়তে পারে।

**আজকের কাগজ:** অনেকেই বলছেন, আপনার আর ড. কামালের দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরেই সরকার সামনে এগুচ্ছে। এর কোনও ভিত্তি আছে?

**বি. চৌধুরী:** ড. কামাল বা আমি কী করেছি সেটা আগে শুনি।

**আজকের কাগজ:** আপনারাই নাকি নির্বাচন হতে দেননি?

**বি. চৌধুরী:** এটা ঠিক নয়। আমরা নির্বাচন করতে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম নির্বাচন করার জন্য যেসব উপাদান থাকা জরুরি ছিল তা নেই এবং হলে একতরফা সংঘাতপূর্ণ নির্বাচন হতো, যা দেশের জন্য খুবই ভয়াবহ হতো। বলা যায়, দেশ এক ধরনের গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যদি গৃহযুদ্ধ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্যই নির্বাচন বন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে যে বা যারা বন্ধ করেছে তারা একটা ভালো কাজ করেছে।

**আজকের কাগজ:** জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের পক্ষে আপনি কিছুদিন আগে পত্রিকায় লিখে মতামত দিয়েছেন। অনেকেই বলছেন, এর ফলে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে?

**বি. চৌধুরী:** জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করা উচিত বলেই আমি মনে করি। ওই কাউন্সিলে তো শুধু আর্মির জেনারেলরা থাকবেন না- সরকারের সংশ্লিষ্ট সচিবরাও থাকবেন। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ যারা তারা থাকবেন, সিভিল সোসাইটির বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি থাকতে পারেন। তারা সরকারকে দিকনির্দেশনা দেবে। তাদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সরকার কাজ করবে। তারা সরকার প্রধানের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। এটা সংবিধানেই রয়েছে। খুব সম্ভব কমিটি ছিল, কিন্তু তারা কখনই কাজ করেনি। ফলে এটা নতুন কিছু নয়। নির্বাচন করার পূর্বশর্তই হল একটা শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা। সেখানে দেশ ও মানুষের নিরাপত্তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব, তাই দেশ ও মানুষের নিরাপত্তা প্রদান করাও এ সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

*সাক্ষাৎকারটি আজকের কাগজ থেকে সংগৃহিত...সম্পাদক*

**আজকের কাগজ:** এই কাউন্সিল পরবর্তীকালে জাতির জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দেবে না তো?

**বি. চৌধুরী:** বুমেরাং হওয়ার প্রশ্ন কেন? নিরাপত্তা কাউন্সিলের অন্য কোনও দায়িত্ব তো নেই। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সরকার নিরাপত্তা বাহিনীকে তা পালন করার দায়িত্ব দেবে। এখনও তো সরকার বললেই সেনাবাহিনী সে কাজ করে। বিদ্যুৎ সমস্যা, পানি সমস্যা, বন্যা- সব সমস্যাতেই তারা এগিয়ে আসে। এমনকি ভিজিএফ কার্ড বিতরণেও।

**আজকের কাগজ:** অন্য প্রসঙ্গে আসি। শোনা যাচ্ছে, দলের নির্বাহি সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদের সঙ্গে আপনার দূরত্ব বাড়ছে। কথাটি কি ঠিক?

**বি. চৌধুরী:** দূরত্ব বাড়ছে কোথায়? আমি তো দেখি কমছে। আগে বারিধারায় থাকতাম, বিগত বিএনপি সরকারের সন্ত্রাসীরা সেটা পুড়িয়ে দেওয়ার পর এখন থাকি গুলশানে। কর্নেল অলি থাকেন মহাখালী ডিওএইচএস.এ। দূরত্ব তো কমলো। বাড়লো কই?

**আজকের কাগজ:** মতপার্থক্য নাকি শুরু হয়েছে?

**বি. চৌধুরী:** আমার তো মনে হয় না। আমরা তো একই মতে আছি। মতপার্থক্যের কথা আপনারাই বলেন। যার যার মত, তার তার কাছে।

**আজকের কাগজ:** যে দর্শন বা মতাদর্শ নিয়ে বিকল্পধারা করেছিলেন, তার বাস্তবায়ন এলডিপি’র মাধ্যমে হচ্ছে?

**বি. চৌধুরী:** একটা বড় দর্শন নিয়ে যখন আমরা মাঠে নামি নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই এগিয়ে যেতে হয়। বিকল্পধারা গঠনের সময় বিএনপি’র ভেতরে অনেকের সঙ্গেই আমাদের যোগাযোগ ছিল। তারা যখন বের হয়ে এলো এবং তাদের সঙ্গে মিলে বিকল্পধারা যখন এলডিপি গঠন হলো তখন বিগত সরকার একটা বড় ধাক্কা খেয়েছিল। সময়ের প্রয়োজনে তখন সেটাই জরুরি ছিল। তখন মতাদর্শ নিয়ে কাজ করা সেভাবে হয়তো হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন তো করছি। একটু সময় লাগবে, কিন্তু যে সুস্থ ধারার রাজনীতির দর্শন বা মতাদর্শ নিয়ে বিকল্পধারা করেছিলাম সেটাই এলডিপি’র ভেতর দিয়ে বাস্তবায়ন হবে ইনশাল্লাহ।

**আজকের কাগজ:** কর্নেল (অব.) অলি তো বলেছেন, বিএনপি’র শীর্ষ নেতৃত্ব যদি তার কাছে নত হয়, তাহলে তিনি দলটির দায়িত্ব নেবেন। এ ব্যাপারে আপনার অবস্থান কী?

**বি. চৌধুরী:** যে কোনও নাগরিকের যে কোনও দল করার অধিকার রয়েছে। কেউ যদি যেতে চায় যাবে, কেউ আসতে চাইলে আসবে।

**আজকের কাগজ:** আপনি যাবেন?

**বি. চৌধুরী:** কোথায়?

**আজকের কাগজ:** কর্নেল অলি যদি বিএনপি’র দায়িত্ব নেন- সেখানে?

**বি. চৌধুরী:** প্রশ্নই ওঠে না! বিএনপিতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি বলেছিলাম- নো, নেভার, নো। আমি এখনও সেই অবস্থানে আছি।

*সাক্ষাৎকারটি আজকের কাগজ থেকে সংগৃহিত...সম্পাদক*

**আজকের কাগজ:** ড. মুহাম্মদ ইউনূস নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

**বি. চৌধুরী:** যে কারও রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। তিনি যদি আসেন, তাকে স্বাগত জানাবো। কিন্তু ভবিষ্যতই বলে দেবে রাজনীতিতে তিনি কতটা সফল হবেন।

**আজকের কাগজ:** দেশে জরুরি অবস্থা বলবৎ রয়েছে। ঠিক সেইসময় ড. ইউনূস বললেন, রাজনীতি করার এখন উপযুক্ত সময় বিরাজ করছে। এটা কি ঠিক হয়েছে?

**বি. চৌধুরী:** আমার মনে হয়- এ প্রশ্নটা তাকেই করা উচিত। তার মন্তব্যের ব্যাপারে আমার কিছু বলা ঠিক হবে না।

**আজকের কাগজ:** আপনাকে ধন্যবাদ।

**বি. চৌধুরী:** আজকের কাগজকেও ধন্যবাদ।

*সাক্ষাৎকারটি আজকের কাগজ থেকে সংগৃহিত...সম্পাদক*